

নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) - মাদানী জীবন রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে (قبل الوفاة بخمسة أيام)

জীবনের শেষ বুধবার। এদিন তাঁর দেহের উত্তাপ ও মাথাব্যথা খুব বৃদ্ধি পায়। তাতে তিনি বারবার বেহুঁশ হয়ে পড়তে থাকেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এ সময় তিনি ঘরের মধ্যে মিসরীয় খ্রিষ্টান দাসী মারিয়া কিবত্বিয়াহ এবং হিজরতে থাকা অবস্থায় স্ত্রী উন্দে সালামাহ ও উন্দে হাবীবাহ হাবশাতে তাদের দেখা খ্রিষ্টান ধর্মনেতাদের কবর সমূহে তাদের প্রতিকৃতি আঁকিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে আলোচনা করলে রাসূল (ছাঃ) মুখের চাদর ফেলে দিয়ে মাথা উঁচু করে বলেন, يَنَ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تَلْكَ أَولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا 'ওদের মধ্যে কোন নেককার মানুষ মারা গেলে তারা তার কবরের উপর মসজিদ বানাতো এবং তার মধ্যে তাদের ছবি আঁকতো। ওরা হ'ল কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকটে সৃষ্টিজগতের নিকৃষ্টতম জীব। আল্লাহ ইহুদী-নাছারাদের উপরে লা'নত করুন! তারা তাদের নবীগণের কবর সমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে'।[1]

সুলায়মান বিন ইয়াসার ও আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, তিনি আরও বলেন, اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَتَنابَهِمْ مَسَاجِدَ 'হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে মূর্তি বানিয়ো না, যাকে পূজা করা হয়। ঐ কওমের উপরে আল্লাহর প্রচন্ড ক্রোধ রয়েছে, যারা নবীগণের কবরসমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করে'।[2] কা'ব বিন মালেক (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ، مَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ تَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الشَّهَدُ تَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهَ مَرَّاتٍ للَّهَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ مَرَّاتٍ أَنْهَا كُمْ وَاللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهَا اللَّهُمَ اللَّهَمَ اللَّهُمَ اللَّهَا اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهَا لَمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ الللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর তিনি বেহুঁশ হয়ে যান। কিছুক্ষণ পর হুঁশ ফিরলে তিনি বলেন, 'তোমরা বিভিন্ন কূয়া থেকে পানি এনে আমার উপরে সাত মশক পানি ঢাল। যাতে আমি বাইরে যেতে পারি এবং লোকদের উপদেশ দিতে পারি। অতঃপর আমরা তাঁকে হাফছা বিনতে ওমরের পাথর অথবা তাম্র নির্মিত একটি বড় পাত্রের মধ্যে বসিয়ে দিলাম এবং তাঁর উপরে পানি ঢালতে লাগলাম। এক পর্যায়ে তিনি বলতে থাকেন, তাঁক ক্রান্টেই ক্রান্টেই হও, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও'। অতঃপর একটু হালকা বোধ করলে তিনি মাথায় কাপড় দিয়ে যোহরের প্রাক্কালে মসজিদে প্রবেশ করেন। অতঃপর ছালাত আদায় করেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন'।[4]

এদিন বের হবার মূল কারণ ছিল আনছারদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখা। যেমন হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, আবুবকর ও আববাস (রাঃ) আনছারদের এক মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় তাঁরা তাদেরকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখতে পান। কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন যে, আমরা আমাদের সঙ্গে রাসূল (ছাঃ)-এর উঠাবসার কথা স্মরণ করছিলাম। অতঃপর তাঁদের একজন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে গিয়ে আনছারদের এই



অভিব্যক্তির কথা অবহিত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে চাদরের এক প্রান্ত মাথায় বাঁধা অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন ও মিম্বরে আরোহন করেন। এদিনের পর তিনি আর মিম্বরে আরোহন করেনিনি'। অতঃপর সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন,

- (۵) أَوْصِيْكُمْ بِالأَنْصَارِ، فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي، وَقَدْ قَضَوُا الَّذِي عَلَيْهِمْ، وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ، فَاقْبُلُوْا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، (۵) أَوْصِيْكُمْ بِالأَنْصَارِ، فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي، وَقَدْ قَضَوُا الَّذِي عَلَيْهِمْ، وَيَقِي 'আমি তোমাদেরকে আনছারদের বিষয়ে অছিয়ত করে যাচছি। তারা আমার বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ। তারা তাদের দায়িত্ব সম্পূর্ণ করেছে। কিন্তু তাদের প্রাপ্য বাকী রয়েছে। অতএব তোমরা তাদের উত্তমগুলি গ্রহণ করো এবং মন্দগুলি ক্ষমা করে দিয়ো'।[5] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, وَيَقِلُ وَيِهِ فَوْمًا، وَيَنْفَعُ فِيهِ الطَّعَامِ، فَمَنْ وَلِي مِنْكُمْ شَيْئًا يَضُرُّ فِيهِ قَوْمًا، وَيَنْفَعُ فِيهِ الطَّعَامِ، فَمَنْ وَلِي مِنْكُمْ شَيْئًا مِنْ مُصْنِهِمْ، وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيْئِهِمْ لَا يَصُرُ مُونِوا فِي الطَّعَامِ هَمْ الطَّعَامِ، فَمَنْ وَلِي مِنْكُمْ شَيْئًا مِنْ مُصْنِهِمْ، وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيْئِهِمْ مَانَ مُسْيئِهِمْ مَانَعُلُمْ مَنْ مُصْرِيبُهِمْ، وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ مَانَعُ مُسْتِهُمْ مَنْ مُلْكِمْ مَانَعُ مُسِيئِهُمْ مَانَعُمْ مَانَعُ مُسْيئِهُمْ مَانَعُ مُسْتِهُمْ وَيَلَحَمُ وَلِي الطَّعَامِ عَلَيْ مُسْتَعِمْ مَا مَالِكُ مَالِمُ مُنْ مُرْكُمْ شَيْئًا مَنْ مُصَامِ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ مَانَعُ مُعْمَاء مَالِكُ مَنْ مُلِي عَلَيْ مَالِكُمْ مَنْ مُلْكُمْ شَيْئُومْ مَلْ مَالِمُ مَنْ مُلِي مُعْمَلِهُمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ مَا مَالِكُ مَالَعُ مُعْلِمُ مَالِكُومُ مَالِهُ مَالِكُومُ مَالَعُومُ مُولِعَ مَالْكُومُ مَالِهُ مَالَعُومُ مَالَعُومُ مَالَعُلُومُ مَالَعُلُومُ مَالَعُومُ مَالَعُومُ مَالَعُومُ مَالَعُومُ مُعْلَعُهُمْ مُعْلَعُهُمْ مَالَعُومُ مُعْمَلِعُهُمْ مِنْ مُسْتِيْقِمُ مَالِكُومُ مُولِي مُلْكِمُ مُعْلِمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُعْلِمُ مُلْكُمُ مُعْلِمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُعْلَعُهُمْ مُلْكُمُ مُلْكُمُ
- (২) জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ আল-বাজালী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে তাঁর মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে বলতে শুনেছি,

إِنِّى أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِى مِنْكُمْ خَلِيْلٌ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِيْ خَلِيْلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيْلاً وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِيْ خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً، لَكِنَّهُ أَخِيْ وَ صَاحِبِيْ، إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِيْ صَحْبَتِهِ وَمَالِهِ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِيْ خَلِيْلاً لاَتَّخَذُونَ قَبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِد، إِنِّيْ أَنُوا يَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِد، إِنِّي أَنُوا كُمْ عَنْ ذَلكَ.

'আমি আল্লাহর নিকট দায়মুক্ত এজন্য যে, তিনি আমাকে তোমাদের মধ্যে কাউকে 'বন্ধু'(خَلِیْل) হিসাবে গ্রহণ করার অনুমতি দেননি। কেননা আল্লাহ আমাকে 'বন্ধু' হিসাবে গ্রহণ করেছেন। যেমন তিনি ইবরাহীমকে 'বন্ধু' হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তবে যদি আমি আমার উন্মতের মধ্যে কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম, তাহ'লে আবুবকরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তিনি আমার ভাই ও সাথী। লোকদের মধ্যে নিজের সাহচর্য ও সম্পদ দিয়ে আমার প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন আবুবকর। মনে রেখ, তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা তাদের নবী ও নেককার লোকদের কবর সমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছিল। তোমরা যেন এরূপ করো না'। আমি তোমাদেরকে এ বিষয়ে নিষেধ করে যাচ্ছি'।[7]

(৩) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, এদিন তিনি মিম্বরে বসে আরও বলেন, إِنَّ عَبْدًا خَيْرَهُ اللهُ بَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ، وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ، وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ مَا عِنْدَهُ مَا عِنْدَهُ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ مَا عِنْدَهُ مَا عِنْدَهُ مَا عِنْدَهُ مَا عِنْدَهُ مَا عَنْدَهُ بَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَيْكُ وَلَيْكُونَا وَأُمْوَالِكَ مِاللهُ وَاللهُ وَلِيْكُونُ وَلُهُ وَاللهُ وَلِيْكُوا وَاللهُ وَلِللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَلِللهُ وَلِللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي وَلِللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِلْمُ وَلِللهُ وَلِلللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِلللهُ وَاللهُ وَلِي وَاللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَالل



সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি'(وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ تَبْكِ، إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَىَّ, भूं विशेषात व्या विश्व في صحُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً مِنْ أُمَّتِى لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ، لاَ فِي صحُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً مِنْ أُمَّتِى لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ، لاَ في صحُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً مِنْ أُمَّتِى لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً مِنْ أُمَّتِى لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً مِنْ أُمَّتِى لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً مِنْ أُمَّتِى لاَتُعَالَ إِلاَّ سَلاَمٍ وَمَوَدَّتُهُ الْإِسْلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ لاَ اللهَ اللهَ إِلاَّ سَلاَمٍ وَمَوَدَّتُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

ফুটনোট

- [1]. বুখারী ফাৎহুল বারী হা/৪২৭, ৪৩৫, ১৩৩০, ১৩৪১; মুসলিম হা/৫২৯-৩০; মিশকাত হা/৭১২।
- [2]. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৫৯৩; আহমাদ হা/৭৩৫২, সনদ শক্তিশালী; মিশকাত হা/৭৫০।
- [3]. ত্বাবারাণী হা/৮৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২২৮৮।
- [4]. বুখারী হা/৪৪৪২; ইবনু হিশাম ২/৬৪৯; বর্ণনাটি ছহীহ (ঐ, তাহকীক ক্রমিক ২০৭৯)। এদিন রাসূল (ছাঃ)-এর একটু সুস্থতাকে উপলক্ষ্য করেই বাংলাদেশে আখেরী চাহার শাস্বা' (শেষ বুধবার) নামে সরকারী ছুটি পালন করা হয়। যা সম্পূর্ণরূপে বিদ'আতী প্রথা। এরূপ প্রথা ছাহাবায়ে কেরামের যামানায় ছিল না।
- [5]. বুখারী হা/৩৭৯৯, আনাস (রাঃ) হ'তে; মিশকাত হা/৬২১২ 'সামষ্টিক ফ্যীলতের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।
- [6]. বুখারী হা/৩৬২৮, ইবনু আববাস (রাঃ) হ'তে; মিশকাত হা/৬২**১৩**।
- [7]. মুসলিম হা/৫৩২, জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ আল-বাজালী (রাঃ) হ'তে; মিশকাত হা/৭১৩; বুখারী হা/৪৬৭; মুসলিম হা/২৩৮২; মিশকাত হা/৬০১০-১১।
- [৪]. বুখারী হা/৪৬৬; মুসলিম হা/২৩৮২ (২); মিশকাত হা/৫৯৫৭।
- [9]. দারেমী হা/৭৭, আবু সাঈদ খুদরী হতে, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৫৯৬৮ 'মক্কা হ'তে ছাহাবীগণের হিজরত ও রাসূল (ছাঃ)-এর ওফাত' অনুচ্ছেদ।
- [10]. বুখারী হা/৪৬৬; মুসলিম হা/২৩৮২ (২); মিশকাত হা/৫৯৫৭। ইবনু হাজার বলেন, এর মধ্যে আবুবকরের খেলাফতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে' (ফাৎহুল বারী হা/৪৪৬-এর ব্যখ্যা)।
- মুবারকপুরী এখানে একটি প্রসিদ্ধ কাহিনীর অবতারণা করেছেন। যেমন, এ সময় রাসূল (ছাঃ) তাঁর নিকট থেকে



বদলা নেওয়ার জন্য সকলের সামনে নিজেকে পেশ করেন। তিনি বলেন, যদি আমি কাউকে পিঠে মেরে থাকি, তাহ'লে এই আমার পিঠ পেতে দিলাম। তোমরা প্রতিশোধ নাও। যদি আমি কারু সম্মানের ব্যাপারে গালি দিয়ে থাকি, তাহ'লে তোমরা তারও প্রতিশোধ নিয়ে নাও'। এরপর তিনি মিম্বর থেকে নামলেন ও যোহরের ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর পুনরায় মিম্বরে বসলেন এবং পূর্বের কথার পুনরুক্তি করলেন। তখন একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, আপনার নিকট আমার ৩টি দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) পাওনা রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) স্বীয় চাচাতো ভাই ফ্যল বিন আববাসকে সেটা দেবার জন্য বলে দিলেন। অতঃপর তিনি আনছারদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য শুরু করলেন' (আর-রাহীক্ব ৪৬৫-৬৬)। বর্ণনাটি প্রমাণিত নয়। ইবনু কাছীর উক্ত ঘটনার বিষয়ে বলেন, غرابة شديدة 'বর্ণনাটির সনদে ও মতনে কঠিন ধরনের বিস্ময়কর বস্তু রয়েছে' (আল-বিদায়াহ ৫/২৩১)।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নভেম্বর ১৯৮৮-তে নিজের অনূদিত উর্দূ ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত অনেক ভুল সংশোধিত হ'লেও এটি সংশোধিত হয়নি। এমনকি লাহোর দার সালাফিইয়াহর বিজ্ঞ প্রকাশকগণও এটা খেয়াল করেননি। এভাবেই বিদ্বানগণ তাদের পরবর্তীদের জন্য অনেক খিদমতের সুযোগ রেখে যান। অতএব সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। -লেখক।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5741

🚨 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন